Dr. Ratna Ghosh
P.G. Sem - II
Paper - 203, Unit - IV

classmate
Date 29/4/2020
Page

Q. Write a critical note on the nationalist movement in Indonesia. Marks - 8

উঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছিল। ডাচের, সুকার্নো, হাতা-র অনুসারে যেমন যেমন স্বাধীনতা নিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় গঠিত ছিল। এই সংস্থা ডাচ, জাপান, ইত্যাদি সংস্থা পরিবারে উৎপাদিত হত। এই সমস্যা ডাচ ও ওলন্দাজদের আকৃষ্ট করে। সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। বিংশ শতকের গোড়ায় এখানে ইতিহাসের আবির্ভাব হলে ওলন্দাজ শাসকদের ভাব আরো বৃদ্ধি পায়। আবার এই বিংশ শতকের গোড়া থেকেই ইন্দোনেশিয়ার জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনার ক্রমশ স্ফুরণ ঘটে। ওলন্দাজদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। ইন্দোনেশিয়ায় অনেকগুলি জাতীয়তাবাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন — বুদি উতোমো, সারেকাত ইসলাম ইত্যাদি। এ ছাড়া কমিউনিস্টরাও একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করে। ফলে বিদেশীদের কমিউনিস্টদের প্রতিও দায়িত্বের বৃদ্ধি পায়। ড. সুকার্নো নামক এক উদারপন্থীদের নেতৃত্বে গঠিত হয় জাতীয়তাবাদী দল। এই দলের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জন। কাজেই ড. সুকার্নো ও তাঁর জাতীয়তাবাদী দল

বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, ছাত্র প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের জনগণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সক্রিয় হয়। ব্যাপক ধর্মঘট ও অসহযোগের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ার জনগণ ওলন্দাজ সাম্রাজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। ওলন্দাজ সাম্রাজ্য ও চরম অত্যাচারমূলক দমন-পীড়ন দ্বারা জাতীয়তাবাদীদের স্তব্ধ করে দিতে সচেষ্ট হয়। ড. সুকার্নোকে বন্দী করা হয়। ইন্দোনেশিয়া জাতীয় আন্দোলনের অপর নেতা ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় কারারুদ্ধ হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় আন্দোলন এক নতুন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। ইতোমধ্যে এই যুদ্ধে বিজয়ের মোড় ঘোরে। জাপান হল্যান্ড আক্রমণ করে ও দখল করে নেয়। অতঃপর জাপান ইন্দোনেশিয়া দখল করে। এই সময় ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদীরা জাপানকে সাহায্য করে। ড. সুকার্নোর নেতৃত্বে একটি সংগঠন গঠিত করে জাপান তাকে স্বীকৃতি ও দেয়। কিন্তু সাময়িক বিজয় আনলে জাপানের ভীরুতা। আসলে, ওলন্দাজদের পরিবর্তে অতঃপর ইন্দোনেশিয়ায় জাপানের শোষণের শুরু হয়। ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কমল। জাপান-বিরোধী ঘটনা শুরু করে। অসন্তোষ-বশে পরাজিত হতে থাকলে ইন্দোনেশিয়ার জাপান-বিরোধী আন্দোলনও তীব্র হতে থাকে। ড. সুকার্নো সহ বিশিষ্টজন ইন্দোনেশিয়ায়

'স্বাধীনতা' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে ভারতের লাহোরে ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস ইন্দোনেশিয়ার উপর কর্তৃত্ব বিস্তারের সংকল্প গ্রহণ করে। সুকার্নো ও জারো মুক্ত ইন্দোনেশিয়ার জন্য আজীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে থাকেন। ব্রিটিশের মধ্যস্থতায় স্থির হয় যে, ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ ও ডা. সুকার্নোর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সরকারের অধিষ্ঠান হবার থাকবে। কিন্তু শীঘ্রই জাতীয়তাবাদী ফ্রিডম্যান হওয়ায় ডাচ ইন্ডিজ অধিকার করতে সংকল্প হলে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ডাচদের সংঘর্ষ শুরু হয়। ভারত ও অন্যান্য কমনওয়েলথ দেশ জাতীয় সরকারকে সামরিক সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। এবং ফলে এবং জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে ডাচ-ইন্দোনেশিয়ান বিবাদের ইতি ঘটে। কিন্তু ডিসেম্বরের শেষেই ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্টদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এই সংঘর্ষের ডাচ-ইন্দোনেশিয়ান যুদ্ধবিরতি চলাকালে। এবারেও বিশ্বজনমত ডাচ-ইন্দোনেশিয়ানদের বিরুদ্ধে যায়। জাতিপুঞ্জ প্রতিনিধি ডক্টর ব্যাঙ্কার নেতৃত্বে একটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা রোধ করা গেল না। অবশেষে বিশ্বচাপের মুখে স্বাধীন ও সার্বভৌম ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন ড. সুকার্নো।

x —— x

Marks — 2

Q. Why did the Malayan Union form? What was its significance?

উঃ প্রশাসনিক সংস্কার এবং বৃটেনের উদ্দেশ্যে ব্রিটেন মালয় ফেডারেশনকে নিয়ে মালয় ইউনিয়ন গঠনের পরিকল্পনা করে। কিন্তু মালয় জাতি নিজেদের অধিকার হারানোর ভয়ে এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। মালয় ইউনিয়নের প্রথম গভর্নর রূপে স্যার হ্যারল্ড মেকমাইকেল ঘোষণা করেন যে নিজ দেশের লোকেরা কখনো, যে নিয়মটি মালয় জাতি মেনে নিতে রূপে পালন করে। এবং সংস্কার অনুষ্ঠান আরম্ভ করে। United Malay National Organisation (UMNO) এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ও সংশোধিত প্রতিবাদ জানায়। এবং মালয় ফেডারেশন চুক্তি নামে একটি নতুন চুক্তির সংশোধিত প্রবর্তন করে। (১৯৪৮ খ্রীঃ)

Q. Who pioneered the communist movement in China and when?

উঃ চীনে সাম্যবাদী চিন্তার ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের মাসে মাও-সে-তুং এবং লেনিনের ধারেছিলেন। এই সংস্কারই চীনে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠিত হয়।